যুগান্তর

তারিখ 18. DEC. 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ১ ....

গণসাক্ষরতা অভিযানের সমীক্ষা

৮৩ ভাগ মানুষ বই পড়েন না

মুসতাক আহমদ

দেশের সাড়ে ৮৩ ভাগ মানুষ সৃজনশীল বই ও ৮৫ ভাগ মানুষ সংবাদপত্র পড়েন না। শিক্ষিতদের মধ্যে এ হার অর্ধেকের বেশি। আর অতি ধনীদের মধ্যে বই ও সংবাদপত্র না পড়ার হার প্রায় ৭৫ ভাগ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে)' এক সমীক্ষায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। 'সাক্ষরতা দক্ষতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা : বাংলাদেশে এসডিজি-৪' শীর্ষক এই সমীক্ষা সোমবার দুপুরে রাজধানীর এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। সমীক্ষা মতে, দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'বই ও সংবাদপত্র পাঠকের এমন হার নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। তবে আমার মনে হয়, এই সংখ্যাটা সরাসরি যারা বই বা সংবাদপত্র কিনে পড়েন তাদের। প্রকৃত হার আরও বেশি হতে পারে। কেন না, বর্তমানে অনেকেই ইন্টারনেটে সংবাদপত্র পড়ে ফেলেন। এছাড়া অনেকেই টেলিভিশনে ব্রেকিং নিউজ দেখে ফেলেন। ফলে তথ্য জানার মানুষের সংখ্যা আরও বেশিই হবে।

ক্যাম্পের উপ-পরিচালক কেএম এনামুল হক বই ও সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা নির্ণয়ের কারণ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করা যায়। প্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যম ও সাহিত্যের বই মানুষকে তথ্য দিতে পারে। সেই লক্ষ্যেই সংবাদপত্র ও বই পাঠ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের হার বের করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের গুণগত উন্নয়ন এবং মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছতে এই মুহূর্তে আমাদের প্রধানতম প্রয়োজন শিক্ষার উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে শিক্ষা বিশেষ করে সাক্ষরতার প্রকৃত চিত্র বের করতে এই সমীক্ষা চালিয়েছি। পাশাপাশি দেখার চেষ্টা করেছি, সাক্ষর মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে। কেন না, একজন তথ্যসমৃদ্ধ মানুষের গৃহীত সিদ্ধান্ত যত সঠিক হয়, কিছু না জানা মানুষের সিদ্ধান্ত সাধারণত তত সঠিক হয় না।

আর অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, উন্নত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হলে সরকারকে অবশ্যই জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি পাবলিক লাইব্রেরির ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। সেখানে মানুষ সংবাদপত্র ও বই পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি ব্লকে একটি করে লাইব্রেরি করা হয়েছে। সেখানে একসময় সাড়ে ১১ হাজার লাইব্রেরি ছিল। মমতা সরকার এই সংখ্যা আরও বাড়িয়েছে।

ক্যাম্পে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, সৃজনশীল বই ও সংবাদপত্র পাঠকের মধ্যে নারীদের চেয়ে এগিয়ে পুরুষরা। ২২ দশমিক ৮ ভাগ পুরুষ সংবাদপত্র, ১৭ দশমিক ৫ ভাগ বই ও ১২ দশমিক ৭ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। বিপরীতে নারীদের মধ্যে ৭ দশমিক ১ ভাগ সংবাদপত্র, ১৫ দশমিক ৩ ভাগ বই ও ১৫ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

৮৩ ভাগ মানুষ বই পড়েন না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদন মতে, ঢাকার চেয়ে বাইরের এলাকায় সংবাদপত্র ও বইয়ের পাঠক বেশি। ঢাকা বিভাগে ১০ ভাগ মানুষ সংবাদপত্র, ১৪ দশমিক ৯ ভাগ বই ও ১০ দশমিক ৬ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ ভাগ সংবাদপত্র, ১৩ দশমিক ৩ ভাগ বই ও ১৪ দশমিক ৭ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। রাজশাহী বিভাগে ১৫ দশমিক ৯ ভাগ সংবাদপত্র, ১৭ দশমিক ১ ভাগ বই ও ১৯ দশমিক ৩ ভাগ মানুষ ধর্মীয় বই পড়ে। খুলনা বিভাগে ১১ দশমিক ৪ ভাগ সংবাদপত্র, ১৩ দশমিক ৩ ভাগ বই ও ১২ দশমিক ১ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। বরিশাল বিভাগে ১৩ ভাগ সংবাদপত্র, ২০ দশমিক ৯ ভাগ বই ও ১৮ দশমিক ১ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। সিলেট বিভাগে ১৮ দশমিক ৫ ভাগ সংবাদপত্র, ১৯ দশমিক ৩ ভাগ বই ও ১৩ দশমিক ২ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। রংপুর বিভাগে ৮ দশমিক ৬ ভাগ সংবাদপত্র, ১৫ দশমিক ৪ ভাগ বই ও ১২ দশমিক ২ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে।

সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য আলাদা তথ্য বের করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩০ ভাগ সংবাদপত্র, ২০ দশমিক ৭ ভাগ বই ও ১৫ দশমিক ৯ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। আর পৌরসভা এলাকায় ১৮ দশমিক ৮ ভাগ সংবাদপত্র, ১৯ দশমিক ৬ ভাগ বই ও ১৪ দশমিক ৯ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, পড়ার অভ্যাসে এগিয়ে রয়েছেন অতি ধনীরা। এ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ২৬ দশমিক ৭ ভাগ সংবাদপত্র, ২৫ ভাগ বই ও ২১ দশমিক ৭ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। ধনী শ্রেণীর মধ্যে ১৭ দশমিক ৬ ভাগ সংবাদপত্র, ১৯ দশমিক ৫ ভাগ বই ও ১৬ দশমিক ৬ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে ১৩ দশমিক ৬ ভাগ সংবাদপত্র, ১৫ দশমিক ৮ ভাগ বই ও ১৪ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ৯ দশমিক ৪ ভাগ সংবাদপত্র, ১২ দশমিক ৩ ভাগ বই ও ১০ দশমিক ৬ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। অতিদরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ৭ ভাগ সংবাদপত্র, ১০ দশমিক ৬ ভাগ বই ও ৮ দশমিক ১ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১ম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মধ্যে ৩ দশমিক ৫ ভাগ সংবাদপত্র, ৬ দশমিক ১ ভাগ বই ও ৪ দশমিক ৮ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৩ ভাগ সংবাদপত্র, ২১ দশমিক ৯ ভাগ বই ও ১৭ দশমিক ৭ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। ৮ম থেকে ৯ম শ্রেণীর ২৩ দশমিক ৭ ভাগ সংবাদপত্র, ২৭ দশমিক ৭ ভাগ বই ও ২৭ দশমিক ৪ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে। ১০ম শ্রেণীর ওপরের ৪৯ ভাগ সংবাদপত্র, ৪১ দশমিক ৭ ভাগ বই ও ৩৩ দশমিক ৭ ভাগ ধর্মীয় বই পড়ে।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী লিঙ্গ ও বয়স বিবেচনায় নিয়ে এ বছরের ১২ মে থেকে ১৮ জুলাই এই সমীক্ষা চালানো হয়। এ ক্ষেত্রে খানা জরিপ, সাক্ষরতা মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নমুনার বয়স সর্বনিম্ন ১১ বছর। গোটা দেশকে ২টি নগরসহ ৯ ভাগে ভাগ করা হয়। মোট ১১ হাজার ২৮০ জন ব্যক্তির মাঝে এই সমীক্ষা চালানো হয়, যার মধ্যে সাড়ে ৫৩ শতাংশ নারী।